



10373 - মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ও তার পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমার বাবা সম্প্রতি হিজ্জ করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। আমাদের এখানে প্রচলিত প্রথা হলো মানুষ তাদের সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য আসে। তারপর সবাই হাত তুলে সূরা ফাতহা পড়ে ও মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করে। আমি জানি এটা জায়গে নয়। এই প্রচলন থেকে দূরে থাকার জন্য আমি অনেকে চেষ্টা করছি। আমার কিছু প্রশ্ন আছে:

- সমবেদনা জানানোর সময় যা করণীয় ও যা বর্জনীয়?
- মৃত ব্যক্তিকে বহন করে সময় কী বলা উচিত?
- মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় কী বলা উচিত?
- মৃত ব্যক্তির নাম দিয়ে কী কবরের উপর কোনও চিহ্ন দেওয়া যাবে?
- দাফন শেষ করার পরে কোন দোয়া পড়তে হবে?
- মৃত ব্যক্তির কবরে কিছু পানি রাখা কতটুকু সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

জানাযা বহন করা ও অনুসরণ করা আবশ্যিক। এটা মুসলিমদের উপর মৃত মুসলিমের অন্যতম অধিকার। যে ব্যক্তি এই আমল করলে তার জন্য বিপুল নেকীর কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে জানাযায় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত থাকবে, অন্য বর্ণনায়- যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় নামায পড়া পর্যন্ত কারো লাশ অনুসরণ করবে, সে এক কীরাত্ব সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, তার জন্য দুই কীরাত্ব। জিজ্ঞাসা করা হল: দুই কীরাত্ব কী? তিনি বললেন: দুটি বিশাল পর্বত সমতুল্য (সওয়াব)।” [বুখারী, কতিবুল জানাইয: (১২৪০)]

লাশ অনুসরণের সময় শরীয়তের বিরুদ্ধে যায় এমন কাজ করা জায়গে নই। যথা: উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা, ধূপ নিয়ে অনুসরণ করা। এর সাথে আরও যুক্ত হবে: লাশের সামনে উচ্চৈঃস্বরে যকিরি করা। কারণ এটা বদীত। কাইস ইবন আব্বাদ বলেন:

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা লাশের সামনে উচ্চৈঃস্বরে যকিরি করা অপছন্দ করতেন।” কারণ



এতে খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়।

দুই: দাফন:

মুসলমিককে কাফরদের সাথে দাফন করা যাবে না। কাফরদের সাথে মুসলমির সাথে দাফন করা যাবে না। মুসলমিককে মুসলমিদদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে।

সুন্নাহ হল মৃত ব্যক্তিকে কবররে পছন্দ দিকি থেকে প্রবেশে করানো। কবররে মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে রাখতে হবে। আর চহোরা কবিলামুখী করতে হবে। যনি তাকে কবররে বগলী গর্তে রাখবনে তনি বলবনে: **بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ عَلَى** (আল্লাহর নামে, রাসূলের সুন্নাতে উপর অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মলিলাতরে উপর।) [সুনানুত তরিমযী, কতিবুল জানাইয (৯৬৭), শাইখ আলবানী সহীহু সুনানি আবি দাউদে হাদসিটকি সহীহ বলছেন (৮৩৬)]

কবররে কাছে থাকা ব্যক্তির জন্য কবররে বগলী গর্ত ঢেকে ফলোর পর দুই হাত ভরে তনি মুঠ মাটি কবররে ছটিয়ি দেওয়া মুস্তাহাব।

দাফন শেষে করার পর কয়কেটা কাজ করা সুন্নাহ:

যমীন থেকে কবর এক বঘিত পরমাণ উঁচু করা। কবরকে যমীনের সমান সমান না রাখা; যাতে করে কবর হিসাবে চনো যায় এবং কবররে মর্যাদা রক্ষা করা হয়; অবমাননা না করা হয়। ভূমি থেকে কবরকে এক বঘিত উঁচু করা হবে। একটা পাথর বা অন্য কিছু দয়িে চহিন দতিে সমস্যা নহে; যাতে তার পরবাররে কটে মারা গলে তার পাশে দাফন করা যায়। কবররে মাটিতে পানি ছটিয়ি দেয়া; যনে মাটি শক্ত হয়ে থাকে; উড়ে না যায়।

মৃতব্যক্তিকে তালকীন দেয়া যাবে না; কিছু মানুষ যা করে থাকে। বরং কবররে সামনে দাঁড়িয়ে তার দৃঢ়তার জন্য দেয়া করবে, তার জন্য ক্ষমা চাইবে এবং উপস্থিতি লোকদেরকেও এই নরিদশে দবি। যহেতে উসমান বনি আফফান রাদয়িল্লাহু আনহুর হাদসিে এসছে য়ে, তনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবররে সামনে দাঁড়িয়ে বলতনে: “তোমাদেরে ভাইয়েরে জন্য ক্ষমা চাও এবং তার দৃঢ়তার জন্য দেয়া করো। কারণ তাকে এখন জজিঞাসাবাদ করা হবে।” [সুনানে আবি দাউদ, আল-জানাইয (২৮০৪), শাইখ আলবানী তার সহীহু সুনানি আবি দাউদে (২৭৫৮) হাদীসটকি সহীহ বলছেন]।

কবররে কাছে কুরআন থেকে কিছুই পড়বে না। কারণ এটা বদীত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সম্মানতি সাহাবীরা এটি করনেনি। কবররে উপর কিছু নরিমাণ করা, কবর পাকা করা এবং সখনে কিছু লখো হারাম। কারণ জাবরে রাদয়িল্লাহু আনহু বলনে: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, এর উপর বসতে এবং এর উপর



কিছু নরিমাণ করতে নযিধে করছেন।”[সহীহ মুসলমি, আল-জানাইয (১৬১০)]। আবু দাউদে আছে: “তনি কবর পাকা করতে, কবররে উপরে লখিতে এবং কবরকে পদদলতি করতে নযিধে করছেন।”[আল-জানাইয (৩২২৬), শাইখ আলবানী সহীহু সুনানি আবু দাউদে (২৭৬৩) হাদীসটকি সহীহ বলছেন]।

তনি:

মৃতরে পরবারকে সান্তবনা দেওয়া শরীয়তসম্মত। আর সান্তবনা এমন কছির মাধ্যমে দতিে হয় যটো তাদরেকে প্রবোধ দবিে, তাদরে দুঃখ দূর করবে এবং তাদরেকে ধরৈযধারণরে দকিে ধাবতি করবে বলে ধারণা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সান্তবনা দেয়া সম্পর্কে যা সাব্যস্ত হয়েছে যদা সটো তার মনে থাকে তাহলে তা দয়িে সান্তবনা দবিে। অন্যথায় সাধ্যমত যে কোন সুন্দর কথা দয়িে সান্তবনা দবিে; যা দয়িে উদ্দেশ্য হাসলি হয় এবং শরীয়তরেও বরখলোফ না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (সান্তবনার দেয়া হসিবে) বর্ণতি হয়েছে: **وَكُلُّ شَيْءٍ وَ لَهُ مَا أُعْطِيَ، وَ لَهُ مَا أَخَذَ، وَ لَهُ مَا أُخِذَ، وَ لَهُ مَا أُعْطِيَ، وَ لَهُ مَا أُخِذَ** (নশ্চয় আল্লাহ যা নয়িে গছেন সো তো তাঁরই। আর যা কছির দয়িছেন সটোও তাঁরই। তাঁর কাছে সব কছির একটা নরিদষ্টি সময় রয়ছে। কাজইে সবর করুন এবং সওয়াবরে আশা করুন।)[বুখারী (১২০৪)]

দুটি বিষয় পরহির করা আবশ্যক:

১. তাযিয়া তথা সান্তবনা দেয়ার জন্য সবাই সমবতে হওয়া; যদাও মানুষদরে মাঝে এমন প্রথার প্রচলন থাকে।

২. সান্তবনা দতিে আশা ব্যক্তদিরে আতথিয়েতার জন্য মৃত ব্যক্তরি পরবাররে খাবার প্রস্তুত করা।

বরং সুনাহ হল মৃত ব্যক্তরি আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতবিশৌ মৃত ব্যক্তরি পরবাররে জন্য এমন কোন খাবার প্রস্তুত করা যা তাদরেকে পরত্বিত করবে।

আর আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।

আরো জানার জন্য দেখো যতে পারে: আলবানী রাহমিহুল্লাহুর ‘আল-জানাইয’ বই এবং শাইখ আল-ফাওয়ানরে ‘আল-মুলাখাসুল ফকিহী’ (২১৩-২১৬)।